মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাব এর সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাব এর সাধরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শনিবার ১০.৩০ ঘটিকার সময় জেলা প্রেসক্লাব এর নিজস্ব কার্যলয়ে ক্লাব এর সভাপতি তোজাম্মেল আযমের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক ইয়াদুল মোমিনের সঞ্চালনায় এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় নির্ধারিত ও অনির্ধারিত নানান বিষয় নিয়ে সকলে আলোচনায় অংশ নেই।
আলোচনা শেষে ক্লাব এর গঠনতন্ত্র অনুযায়ী দ্বি-বার্ষিক নির্বাচন ২০১৯ বাস্তবায়নের জন্য নির্বাচন কমিশনার হিসাবে মেহেরপুর সরকারী কলেজের সহযোগী অধ্যপক আবদুল্লাহ আল আমিন ধুমকেতুকে নিয়োগ প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

একই সাথে ডিসেম্বর ২০১৯ এর মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করার কথা বলা হয়।
এছাড়া দৈনিক দিনকাল এর মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি হারুনর রশিদ রবি ও মেহেরপুর প্রতিদিন এর চীফ রিপ্রোটার মতুর্জা ফারুক রুপক কে সাধারণ সদস্য হিসাবে সদস্য পদ প্রদান করা হয়।

সাধারণ সম্পাদক দুই বছরের আয় ব্যয় এর হিসাব উপস্থাপন করলে উক্ত আয় ব্যয় এর হিসাব সর্বসম্মতিতে গৃহিত হয়।

- নিজস্ব প্রতিনিধি

মেহেরপুরে বাদিকে ফাঁসাতে বিবাদীর পাল্টা মামলা!

সড়ক দুর্ঘটনাকে হামলা সাজিয়ে বাদিকে ফাঁসাতে পাল্টা মামলা করেছেন রোমানুজ্জামান লিজন। সড়ক দুর্ঘটনাটি গত ২ নভেম্বর ঘটলেও মামলা সাজানোর ক্ষেত্রে সময় লাগায় ৬ নভেম্বর থানায় মামলা দায়ের করা

হয়েছে।

আর এই মামলায় ফাঁসানো হয়েছে মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক তুষার ইমরানকে।
হত্যা চেষ্টা মামলার ২নং আসামী রোমানুজ্জামান লিজন বাদি হয়ে তুষারকে ফাঁসাতে মেহেরপুর সদর থানায় পাল্টা মামলা দায়ের করেছেন।

রোমানুজ্জামান লিজন মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর গ্রামের রবিউল ইসলামের ছেলে।
গত ২ নভেম্ববর মেহেরপুর সদর উপজেলার হরিরামপুর মাঠের রাস্তায় সুজনের ইটভাটার কাছে মটরসাইকেল যোগে বাড়ি ফেরার পথে তরিকুল ও লিজন মোড় ঘোরার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ছিটকে পড়ে যায়।

পরে তাদের উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী মেহেরপুর শহরের নতুন পাড়ার রাজিব এসব কথা বলেন। এ ঘটনায় তরিকুলের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে ঢাকায় রেফার্ড করা হয়।

এই দুর্ঘটনাটিকে প্রতিশোধ হিসেবে নিতে তারা তুষার সহ ৪ জনের বিরুদ্ধে হামলা করার অভিযোগ তোলে এবং লিজন বাদি হয়ে হত্যা চেষ্টার অভিযোগে তুষার, মহিরুল ইসলাম, সুজন আলী, শামীম রেজার নামে মেহেরপুর সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন।

এ ঘটনায় তুষার ইমরান বলেন, গত ২ নভেম্বর আমি মুজিবনগর সমবায় অফিসের একটি অনুষ্ঠানে ছিলাম যায় সনদ আমার কাছে সংরক্ষিত। আমাকে ফাসানোর জন্য তারা আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করেছে। কারণ গত ৩০-০৯-০১৯ তারিখে মুজিবনগর ডিগ্রি কলেজের সামনে আশিকের নেতৃত্বে লিজন সহ বেশ কয়েকজন আমাকে হত্যা চেষ্টা করে।

এ ঘটনায় আমি বাদি হয়ে আদালতে একটি মামলা দায়ের করি। ঐ মামলায় আসামিরা জেল খেটে জামিনে মুক্তি পায়। তারই প্রতিশোধ নিতে লিজন আমাকে সহ ৪জনের বিরুদ্ধে সদর থানায় মামলা দায়ের করে।

এ বিষয়ে লিজন মামলায় উল্লেখ করেছেন , গত ০২ নভেম্বর মেহেরপুর সদর উপজেলার রাধাকান্তপুর গ্রামের তিন রাস্তার মোড়ে মেহেরপুর থেকে বাড়ি ফেরার পথে আসামীগণ পূর্ব পরিকল্পিতভাবে আমাদের উপর হামলা চালায়। এতে তরিকুল সহ আমি মারাত্বক জখম হই।

মামলার তদন্ত কর্মকর্তা মেহেরপুর সদর থানার এসআই আহসান হাবিব বলেন, লিজন বাদি হয়ে সদর থানায় একটি মামলা করেছে। এ ঘটনা সত্য না মিথ্যা সেটি তদন্ত শেষে বলা যাবে। তবে মামলাটি নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া রয়েছে তদন্ত শেষ না করে সঠিক তথ্য নিশ্চিত করা যাবে না।

- নিজস্ব প্রতিনিধি

গাংনীতে পেঁয়াজের বাজার আবারও অস্থির

মেহেরপুরের গাংনী বাজারে কতিপয় আড়তদারদের কারসাজিতে পেঁয়াজের বাজার আবারও অস্থির হয়ে উঠেছে। সাথে অন্যান্য সকল সবজির দাম সাধারণ ক্রেতাদের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে বলে জানা গেছে।

গতকাল শনিবার সরেজমিনে সবজি বাজার ঘুরে দেখা যায়, পেঁয়াজের দাম গত মঙ্গলবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত ছিল ১শ’৬০ থেকে ১শ’৮০ টাকা একদিনের ব্যবধানে সেই পেঁয়াজের দাম বেড়ে দাড়িয়েছে ২শ’২০ টাকা।

পেঁয়াজের মূল্যবৃদ্ধি সম্পর্কে এক ব্যবসায়ী বলেন পাইকারি আড়তদাররা আমাদের এই দামে বিক্রয় করতে বলেছে তবে পেঁয়াজ ক্রয়ের রশীদ চাইতে গেলে তারা রশীদ না দিয়ে তাদের নির্ধারিত দামে বিক্রয় করতে বাধ্য করেছে। ঐ ব্যবসায়ী সাংবাদিকদের বলেন, রশীদ চাইতে গেলে পাইকারি ব্যবসায়ী সাজেদুল ইসলাম সাফ জানিয়ে দিয়েছে রশীদ ছাড়া পেঁয়াজ নিলে নাও না হলে নিওনা।

পরে বাধ্য হয়েই রশীদ ছাড়াই পেঁয়াজ নিতে বাধ্য হয়েছে সেই ব্যবসায়ী। এছাড়াও কাঁচা ঝালের দাম গত সপ্তাহের চাইতে কেজি প্রতি ১০ টাকা করে বেড়ে দাড়িয়েছে কেজি প্রতি ৪০ টাকা।

এদিকে শীতের নতুন সবজিরও দাম পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে। খোঁজ নিয়ে দেখা যায়, আলু যেটা পুরাতন তার গত সপ্তাহের চাইতে প্রতি কেজি ৫টাকা হারে দাম বেড়ে গেছে। গত সপ্তাহে আলুর দাম ছিল কেজি প্রতি

২৫ টাকা এ সপ্তাহে বেড়ে দাড়িয়েছে ৩০টাকা কেজি। এদিকে নতুন আলুর দাম প্রতি কেজি বিক্রয় হচ্ছে ১শ’ টাকা করে।

বেগুনের দামও কেজি প্রতি ১০টাকা করে বেড়েছে। গত সপ্তাহে বেগুনের কেজি ছিল ৩০ টাকা কেজি। শীতের অন্যতম সবজি ফুল কপি গতসপ্তাহে কেজি প্রতি দাম ছিল ৩০ টাকা যা এক সপ্তাহের ব্যাবধানে এর দাম বেড়ে দাড়িয়েছে কেজি প্রতি ৬০ থেকে ৮০ টাকা।

এছাড়াও শীত কালীন প্রতিটি সবজির দাম বেড়েই চলেছে। এদিকে প্রায় প্রতিদিনই সবজির দাম বেড়ে যাওয়াতে মধ্যবিত্ত আয়ের লোকজন পড়েছে বিপাকে। সবজির হাটে ঢুকেই ক্রেতারা দাম শুনে নাভিশ্বাস অবস্থা দাড়িয়েছে।

ক্রেতারা তাদের নির্ধারিত বাজেটে কোন কিছুই ক্রয় করতে পারছেন না। একজন ক্রেতা জানান, শীতের মৌসুমে শীতের সবজির দাম যদি লাগাম ছাড়া হয় তাহলে মানুষ চলবে কিভাবে।
সবজি বিক্রেতা মন্টু জানান, শীতের শুরুতে সবজি ওঠা শুরু করেছে। বাজারে পর্যাপ্ত পরিমাণে আমাদানি হলেই সকল সবজির দাম নাগালের মধ্যে চলে আসবে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দিলারা রহমান জানান, সকল সবজির বিষয়ে আমরা তদারকি করব। বিশেষ করে পেঁয়াজের মূল্যর বিষয়টি যদি কারও কারসাজি থাকে সেটা খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
বাজার মূল্যের এ লাগামছাড়া দামের বিষয়ে গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক বলেন, গতকাল যুবলীগের কাউন্সিলের কারণে ঢাকায় এসেছি। হাতেগোনা চারজন পাইকারি ব্যবসায়ী অসৎ উপায়ে পেঁয়াজের দাম বাড়িয়েছে।

তিনি বলেন অসাধু ব্যবসায়ীরা মাল মজুদ করে প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য পেঁয়াজ বাজার জাত করে কৌশলে দাম বাড়িয়েছে।

এম এ খালেক বলেন ঢাকা থেকে ফিরে আবারও বাজার মনিটরিং এ নেমে পেঁয়াজ ও অন্যান্য সবজি সহনীয় পর্যায়ে আনার চেষ্টা করব।

- এ সিদ্দিকী শাহীন, গাংনী

বিবেকের কাছে প্রশ্ন করুন

“ আপনি নিজেকে লেখক, নিরপেক্ষ পরিচয় দেন। আপনার ফেসবুক ওয়ালে দেখি শুধু আওয়ামী সরকার বিরোধিতা, একটিও উন্নয়ন বা সাফল্যের লেখা নেই। একটু কৃতজ্ঞতা থাকা উচিত!!

ফ্লাইওভারের কারনে নারায়নগঞ্জ থেকে ঢাকায় ঢুকতে দেড় ঘন্টা পরিবর্তে যখন ১৫মিনিট লাগলো তখন আনন্দে আপ্লুত হইয়া এই সরকাররে ধন্যবাদ দিয়া একটা স্ট্যাটাস দিয়েছেন কোন দিন??

অথচ ঘন্টা খানেক জ্যামে পরলে সরকারের গুষ্টি উদ্ধার কইরা স্ট্যাটাস দেওয়ার সময় কোন চিন্তা করি না।
পদ্মা সেতু হইলে সাড়ে চার ঘন্টায় বরিশাল পৌঁছে কি আনন্দে সরকারকে ধন্যবাদ দিয়ে একটা স্ট্যাটাস দিবে কেউ কোনদিন? নাকি ব্রিজে টোল দেয়ার জন্য লাইনে থাকার জন্য সরকারের গুষ্টি উদ্ধার করবে?

আগে ছিলো মরা বিল, যেইখানে ময়লা আবর্জনা ঠাসা ছিলো, সেই হাতির ঝিলে সেলফী খিচতে খিচতে কোন দিন সরকাররে ধন্যবাদ দিয়েছেন?

ঢাকার শহরে বাস করে ২২ঘন্টার বেশি বিদ্যুৎ পাইয়াও এক ঘন্টার লোডসেডিং সহ্য করতে না পেরে সরকারের পিন্ডি চটকান, তখন কি একবার ভাইবা দেখছেন আগে ঢাকায় ১২ ঘন্টার বেশি কারেন্ট থাকতো না। ২০ হাজারের বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন এর কারনে আলোক উৎসব হইছিলো। কই দিয়েছেন কি সরকারকে ধন্যবাদ?

মাধ্যমিক পর্যন্ত বই পাইতেছেন আপনারই আত্মীয়স্বজন, তাও জানুয়ারির এক তারিখ তিন কোটি বই পাইতেছে সারা দেশের শিক্ষার্থী, কই একটা স্ট্যাটাস দিয়াও তো সরকাররে ধন্যবাদ দিলেন না।

মেট্রো রেল হওয়ার সাথে সাথে মিরপুর থেকে মতিঝিল যাইবেন আধা ঘন্টায়, তখন কি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেইলা সরকাররে ধন্যবাদ দিবেন?? অথচ এখন সেই আপনাদের সময় বাচানোর জন্য রাস্তায় কাজ হইতাছে দেইখা একটু বেশি সময় জ্যামে থাকেন দেইখা সরকারের গুষ্টি উদ্ধার কইরা স্ট্যাটাস দিতে কিন্তু ছাড়েন না।

দেশে এত এত উন্নয়ন হইছে সেইটা চোখে পড়ে না? বোমা হামলা নাই, গ্রেনেডে হামলা নাই, শান্তিতে আছি তাই ভালো লাগে না।

যে ভাল কাজ করে তাকে তার কাজের জন্য বাহবা দিতে হয়,তাকে আরো কাজ করার প্রেরনা দিতে হয়, তবেই না আমাদের দেশ টা এগিয়ে যাবে,একজন একা কখনো

দেশটাকে বদলে দিতে পারে না,সবাই মিলে যার যার যায়গা থেকে এগিয়ে এলেই তৈরি সম্ভব আমাদের সোনার বাংলা,,,,

গ্রামে যান, জিজ্ঞাসা করুন। গ্রামের প্রায় বাড়ীতে মোটরসাইকেল, টিভি ফ্রিজ। মংগা নেই, সার সংকট নেই, সেচ সংকট নেই, প্রতিটি বাড়ীতে বিদ্যুৎ, গ্রামের মানুষ দরজা খুলে ঘুমায়, চোর ডাকাতের উৎপাতের চিন্তায় পাহারা দেয়া লাগে না।

কয়েক বছর আগেও নাইট কোচে ঢাকায় আসতাম। গাবতলি পৌঁছালে ভোর ৩ টা থেকে গাবতলিতে বসে থাকতে হতো সকাল না হওয়া পর্যন্ত। এখন যখন গাড়ী থেকে নামি তখন বাসার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিই। গাবতলির ৮ নং গাড়ি ছিল পকেটমার আর মলম পার্টির নিয়ন্ত্রনে। এখন কি তা কমে যায় নি?

আগারগাও- মিরপুর তালতলায় রাত ৮ মানে হরহামেশা ছিনতাই। সন্ধ্যার পর মহিলাদের জন্য ছিল একপ্রকার কারফিউ। এখন শুধু ঢাকা না, গ্রামের মানুষরাও গভীর রাত পর্যন্ত চলাফেরা করে। চায়ের দোকানে বসে আড্ডা দেয়।

মতিঝিলে গুলি বোমা মেরে টাকা ছিনতাই হতো না, এমন কোন দিন কি ছিল? এখন কয়দিন এমন ঘটনা শুনতে পান? টিআইবি বলছে, দুর্নীতিতে আগে ছিলাম ১ এখন ১৭/১৫। মানে দুর্নীতিও কমেছে। সূচক পয়েন্ট অনেক ভাল।

আপনারা বলছে, টাকা লুট হয়ে গেছে আওয়ামী লীগ আমলে। বিএনপির সময় তো হয় নি, আমার প্রশ্নঃ তাহলে বিএনপির আমলে কেন নিজ টাকায় পদ্মা সেতু হয় নি, হাতিরঝিল হয় নি, এতোগুলো ফ্লাইওভার হয় নি, বিদ্যুতকেন্দ্র হয় নি, পারমানবিক প্রকল্প হয় নি, মেট্রোরেল হয় নি, নিজস্ব স্যাটেলাইট হয় নি, ১০০ অর্থনৈতিক জোন হয় নি, দুটি নয় একটিও সমুদ্রবন্দর হয় নি, এলএনজি গ্যাস আসে নি? রেল ব্যবস্থায় হাত দেয় নি? মেগা প্রকল্প বলতে বিএনপির একটা প্রকল্পের নাম কি বলা যাবে? গড় আয় ১০ বছরে ১০০০ মার্কিন ডলার বেড়ে দাড়িয়েছে ২০০০ মার্কিন ডলার হিসাব আছে?

টেন্ডারবাজী রোধে ই-টেন্ডার চালু হয়েছে। বলবো না এই দেশ রাতারাতি ইউরোপ আমেরিকা হয়ে গেছে, তবুও সরকারী দলের এমপি

মন্ত্রী হয়েও জেলে যাওয়ার নজীর সৃষ্টি হয়েছে।

সমুদ্রসীমানা আদায়ে, সিটমহল সমস্যা সমাধানে বিএনপি কি করেছিল? তথ্য-প্রযুক্তিতে অনেক এগিয়ে গেছে দেশ। এক্ষেত্রেও বিশ্বের কাছে রোল মডেল। সরকারের ক্রটি নেই তা বলা যাবে না তবে অর্জন যা হয়েছে তা বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। অন্য দল যা পারে নি তাই পেরেছে আওয়ামী লীগ।

দোষ ক্রটি, ভাল মন্দ সব নিয়ে লিখুন, তাহলে বলবো আপনি নিরপেক্ষ। অথবা আপনিও আমার বা অন্যের মতো দল করেন, স্বীকার করুন। নিরপেক্ষ দাবি করলে নিরপেক্ষতা বজায় রাখুন।

লেখকঃ এম.এ.এস ইমন সদস্য, কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রকাশনা উপ-কমিটি, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

গাংনীতে এসিআই মটরস এর উদ্যোগে সার্ভিসিং ক্যাম্পেইন

গাংনীতে এসিআই মটরস এর উদ্যোগে সার্ভিসিং ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার গাংনী উপজেলার মালশাদহ গ্রামে সকাল ১০ থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত এ ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়। ক্যাম্পেইন এ প্রায় শতাধিক ইয়াহামা মটরসাইকেলকে ফ্রী সার্ভিসিং করা হয়।

পরে গ্রাহকদের নিয়ে বিভিন্ন খেলাধুলা ও পুরুষ্কার বিতরনীর অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, এ সি আই মটরস এর সার্ভিস ইঞ্জিনিয়ার মামুন, হোসেন মটরসাইকেল গ্যালারীর ম্যানেজিং ডিরেকক্টর মুছাইদ আলম প্রমুখ।

- নিজস্ব প্রতিনিধি

মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাব এর সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাব এর সাধরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শনিবার সকালে জেলা প্রেসক্লাব এর নিজস্ব কার্যালয়ে ক্লাব এর সভাপতি তোজাম্মেল আযমের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক ইয়াদুল মোমিনের সঞ্চালনায় এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় নির্ধারিত ও অনির্ধারিত নানান বিষয় নিয়ে সকলে আলোচনায় অংশ নেই। এসময় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন সহসভাপতি মাহাবুব চান্দু, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল হক পোলেন, দপ্তর সম্পাদক মুজাহিদ মুন্না, গণযোগাযোগ সম্পাদক দিলরুবা খাতুন, অর্থ সম্পাদক নাসের চৌধুরী, নির্বাহী সদস্য আখতারুজ্জামান, মুহম্মদ মহসীন, ডি এম মুকিদ প্রমুখ।

আলোচনা শেষে ক্লাব এর গঠনতন্ত্র অনুযায়ী দ্বি-বার্ষিক নির্বাচন ২০১৯ বাস্তবায়নের জন্য নির্বাচন কমিশনার হিসাবে মেহেরপুর সরকারী কলেজের সহযোগী অধ্যপক আবদুল্লাহ আল আমিন ধুমকেতুকে নিয়োগ প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। একই সাথে ডিসেম্বর ২০১৯ এর মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করার কথা বলা হয়। এছাড়া দৈনিক দিনকাল এর মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি হারুনর রশিদ রবি ও মেহেরপুর প্রতিদিন এর চীফ রিপোর্টার মতুর্জা ফারুক রুপক কে সাধারণ সদস্য হিসাবে সদস্য পদ প্রদান করা হয়। সাধারণ সম্পাদক দুই বছরের আয় ব্যয় এর হিসাব উপস্থাপন করলে উক্ত আয় ব্যয় এর হিসাব সর্বসম্মতিতে গৃহিত হয়। -নিজস্ব প্রতিনিধি

মেহেরপুরে এসিআই মটরস এর উদ্যোগে নেটওয়ার্ক পাটনার মিটিং অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে এসিআই মটরস এর উদ্যোগে নেটওয়ার্ক পাটনার মিটিং অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার গাংনী উপজেলার তেতুলবাড়ি খাস মহলে দিন ব্যাপি নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

রাশেদ মটসর এর প্রোপাইটার রায়হানুল আজিম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হারভেষ্টর ব্যবসায়ী মফিজুর রহমান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বিভাগীয় ম্যানেজার আবু আল ইমরান, ঢাকা অফিসের কর্মকর্তা মাসুদুর রহমান, হুমায়ন কবীর সহ স্থানয়ী চাষীরা।

পরে চাষিদের নিয়ে বিভিন্ন খেলাধুলা ও পুরুষ্কার বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন, ঘোষ রাহুল সানি।

- নিজস্ব প্রতিনিধি

সভাপতি শামসুজ্জামান সম্পাদক আব্দুল খালেক

বাশ বাড়িয়া বাজার কমিটির ত্রিবার্ষিক নির্বাচনে সভাপতি শামসুজ্জামান সম্পাদক আব্দুল খালেক।
শনিবার সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ শেষে এ ফলাফল ঘোষনা করা হয়।
সভাপতি শামসুজ্জামান ৪৪ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয় তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কুতুবউদ্দিন ৩৬ টি ভোট পায়। সম্পাদক আব্দুল খালেক ৪৯টি ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয় তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী

বিপ্লব হোসেন ৩০ভোট পায়।
মোট ভোটার সংখ্যা ৮২ টি।
কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন, সহ সভাপতি আব্দুল ওয়াদুদ, যুগ্ম সম্পাদক বজলুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক সাহারুল, কোষাধ্যক্ষ শামীন আহমেদ, প্রচার সম্পাদক জামারুল, কল্যান সম্পাদক আবু তাহের, নির্বাহী সদস্য আমজাদ, আবু বক্কর সিদ্দিক, আব্দুল মোমিন।

- গাংনী প্রতিনিধি

খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে মেহেরপুর জেলা বিএনপির বিক্ষোভ সমাবেশ

বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবীতে কেন্দ্রীয় কর্মসূচীর অংশ হিসাবে মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। আজ শনিবার সকাল ১০টায় সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন। সমাবেশ পরিচালনা করেন পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস।
অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আব্দুর রহমান, আনছারুল হক, ইলিয়াছ হোসেন প্রমুখ।
সভাপতির বক্তব্যে মাসুদ অরুন বলেন, জোর যার মুল্লুক তার এই তথ্যে বিশ্বাসীরাই দেশের সকল গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করে ফেলেছে। জুয়াড়ি, লুটেরাদের হাতে দেশ জিম্মি। তিনি আরো বলেন, জেলের তালা ভাঙ্গবো খালেদা জিয়াকে আনবো। এই পরিস্থিতি তৈরী হওয়ার আগেই সরকারের উচিত আইনকে স্বাভাবিক গতিতে চলতে দেওয়া। -নিজস্ব প্রতিনিধি

[redacted]

[redacted]